শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইনসেল

নং- ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১

তারিখ : ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা-সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১।

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষা পরিবেশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

০২. নীতিমালার শিরোনাম: এই নীতিমালা **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১"** নামে অভিহিত হবে।

এই নীতিমালায়-

(ক) "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" বলতে-
সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্যান্য সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -কে বুঝাবে।

(খ) **"শিক্ষক"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কে বুঝাবে।

(গ) **"শিক্ষার্থী"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা গ্রহণকারী সকল ছাত্র/ছাত্রী-কে বুঝাবে।

(ঘ) **"কর্মকর্তা ও কর্মচারী"** বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে বুঝাবে।

(ঙ) "শাস্তি" বলতে কোন ছাত্র-ছাত্রী-কে 'ঙ(১) ও ঙ(২)'-এ বর্ণিত শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি-কে বুঝাবে।

(১) শারীরিক শাস্তি:

শারীরিক শাস্তি বলতে যে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে যে কোন ধরনের দৈহিক আঘাত করাকে বুঝাবে। যেমন-

(ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হাত-পা বা কোন কিছু দিয়ে আঘাত করা/বেত্রাঘাত করা;
(খ) শিক্ষার্থীদের দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় যে কোন বস্তু ছুঁড়ে মারা;
(গ) আছাড় দেয়া ও চিমটি কাটা;
(ঘ) শরীরের কোন স্থানে কামড় দেয়া;
(ঙ) চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া;
(চ) হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল চাপা দিয়ে মোচড় দেয়া;
(ছ) ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া;
(জ) কান ধরে টানা বা উঠবস করানো;
(ঝ) চেয়ার, টেবিল বা কোন কিছুর নীচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাটু গেড়ে দাঁড় করে রাখা;
(ঞ) রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা;
(ট) ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) মানসিক শাস্তি:

কোন শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে এমন কোন মন্তব্য করা যেমন: মা-বাবা/বংশ পরিচয়/গোত্র/বর্ণ/ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করা বা এমন কোন আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

০৩। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন আচরণ করবে না যা শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদ এর অপরাধসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উক্তরূপ অভিযোগের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৪। অনুচ্ছেদ ০২ এর (খ) ও (ঘ)-এ বর্ণিত ব্যক্তি যাদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কিংবা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ প্রযোজ্য নয়, তারা অনুচ্ছেদ ০২ এর (ঙ) (১) ও (২)-এ বণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৫। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/স্থানীয় প্রশাসন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডসমূহ-কে একযোগে প্রাচরণামূলক কাজ করতে হবে।

০৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীগণের করণীয়:

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র এবং প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট সকল-কে শারীরিক শাস্তির কুফল সম্পর্কে অবহিত করবেন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন;

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের-কে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম বহির্ভূত শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে না;

স্বাঃ/- ২১/৪/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

নং- ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১(১৯)

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ: কার্যার্থে:

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/ মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

৬। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/রংপুর অঞ্চল।

অনুলিপি: অবগতির জন্য

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

স্বা:/- ২১/৪/২০১১
(উত্তম কুমার মন্ডল)
উপসচিব (অডিট)
ফোন: ৭১৬৪৩৩৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ, প্রতিকার ও অবসানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৪৪.০০৭.২২.১০৩ তারিখ: ১৯ বৈশাখ ১৪৩০
০২ মে ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বুলিং (Bullying) ও র‍্যাগিং (Ragging) এর মত সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। শিরোনাম:

১.১ এ নীতিমালা " শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ নীতিমালা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.৩ জনস্বার্থে এ নীতিমালা জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। (ক) **'অভিভাবক'** বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা-মাতার
অবর্তমানে আইনসম্মত অভিভাবককে বুঝাবে;

(খ) **'অশিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারী'** বলতে শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাবে;

(গ) **'কাউন্সিলর'** বলতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সিলিং এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষককে বুঝাবে;

(ঘ) **'কর্তৃপক্ষ'** বলতে

(১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ/ ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি/ বিশেষ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বুঝাবে;

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ডসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝাবে:

(ঙ) **'বুলিং ও র‍্যাগিং'** বলতে নীতিমালার ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যাখ্যাকে বুঝাবে;

(চ) **'শিক্ষক'** বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত স্থায়ী/অস্থায়ী/খন্ডকালীন সকল শিক্ষককে বুঝাবে;

(ছ) **'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'** বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

(জ) **'শিক্ষার্থী'** বলতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং:

৩.১ মৌখিক বুলিং ও র‍্যাগিং:

কাউকে উদ্দেশ্য করে মানহানিকর/অপমানজনক এমন কিছু বলা বা লেখা যা খারাপ কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে ইত্যাদিকে মৌখিক বুলিং ও র‍্যাগিং বুঝাবে। যেমন- উপহাস করা, খারাপ নামে সম্বোধন করা বা ডাকা, অশালীন শব্দ ব্যবহার করা, গালিগালাজ করা, শিস দেওয়া, হুমকি দেওয়া, শারীরিক অসমর্থতাকে নিয়ে উপহাস করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.২ শারীরিক বুলিং ও র‍্যাগিং:

কাউকে কোন কিছু দিয়ে আঘাত করা, চড়-থাপ্পড়, শরীরে পানি বা রং ঢেলে দেওয়া, লাথি মারা, ধাক্কা মারা, খোঁচা দেওয়া, থুথু মারা, বেঁধে রাখা, কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে/বসে বা বিশেষ অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেওয়া অথবা কোনো কিছু করতে বা না করতে বাধ্য করা, কারো কোনো জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা, মুখ বা হাত দিয়ে অশালীন বা অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৩ সামাজিক বুলিং ও র‍্যাগিং:

কারো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো, প্রকাশ্যে কাউকে অপমান করা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র, পেশা, গায়ের রং, অঞ্চল বা জাত তুলে কোনো কথা বলা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৪ সাইবার বুলিং ও র‍্যাগিং:

কারো সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটু কিছু লেখা বা ছবি বা অশালীন বাঙ্গাত্মক কিছু পোস্ট করে তাকে অপদস্থ করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৫ সেক্সুয়াল (Sexual) বুলিং ও র‍্যাগিং:

ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আপত্তিজনক স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন প্রদর্শন করা, আঁচড় দেওয়া, জামা-কাপড় খুলে নেওয়া বা খুলতে বাধ্য করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৬ উপরে বর্ণনা করা হয়নি এমন কর্ম, আচরণ, কার্যাদি যা অসম্মানজনক ও মানহানিকর এবং শারীরিক/মানসিক যাতনার কারণ হতে পারে, তা যে নামেই হোক না কেন তা বুলিং ও র‍্যাগিং হিসেবে গণ্য হবে।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি গঠন এবং কার্যপরিধি:

বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি Anti Bullying Cmmittee (ABC) কমিটি গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে।

৪.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মহত্যা (Suicide), বুলিং (Bullying) ও র‍্যাগিং (Ragging) সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের ইনজুরি প্রতিরোধে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি (ABC) সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ শিক্ষা বৎসরের শুরুতেই কমিটি আবশ্যিকভাবে এবং পরবর্তীতে ৩ মাস অন্তর অন্তর শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা/মতবিনিময় সভা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কসপ আয়োজন করবে।

৪.৩ এই কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং হয় কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য Bullying/ Ragging **Logs** তৈরি করবেন, প্রয়োজনে প্রশ্নমালা (**Self Report Peer Nomination, Reachers Nomination)** ব্যবহার করবে।

৪.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত কমিটি 'অভিযোগ বক্স'/ডিজিটাল ড্রপ বক্স' রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের করণীয়:

৫.১ বুলিং ও র‍্যাগিং উৎসাহিত হয় এরূপ কোনো কার্যকলাপ/সমাবেশ/অনুষ্ঠান করা যাবে না।

৫.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব জায়গায় বুলিং ও র‍্যাগিং হবার আশংকা থাকে, সেসব জায়গায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করবে।

৫.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (আবাসিক হলসহ) কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বুলিং ও র‍্যাগিং এর ঘটনার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের নিকট রিপোর্ট করবে, অন্যথায় নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী হবে ।

৫.৪ বুলিং ও র‍্যাগিং এর উদাহরণ এবং পরিণতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটে এবং প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারণা চালাবে ।

৫.৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে একদিন 'বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ দিবস' পালন করে বুলিং ও র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবে ।

৫.৬ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী/শিক্ষক/অভিভাবকের শপথ নিতে হবে। পাঠকৃত শপথ পালনে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করাবেন এই মর্মে যে, তারা কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'বুলিং ও র‍্যাগিং করবে না, কাউকে বুলিং ও র‍্যাগিং এর শিকার হতে দেখলে রিপোর্ট করবে, প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন ।

৫.৭ বুলিং ও র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কিত সিনেমা, কার্টুন, টিভি সিরিজ এর প্রদর্শন, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণের ব্যাপারে Online Behavior সম্পর্কিত কর্মশালা ইত্যাদিসহ সহপাঠ্যক্রমিক কর্মশালা আয়োজনের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৫.৮ কর্তৃপক্ষ বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের 'এক্সটা কারিকুলাম এ্যাক্টিভিটিজ'-এ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন । যেমন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বই পড়ার প্রতিযোগিতা, দাবা খেলা, কেরাম খেলা ও বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করবেন । শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং সহানুভূতিশীলতার শিক্ষা দিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিযুক্ত করতে হবে ।

৫.৯ শিক্ষার্থীরা বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল কিংবা এর ফলে কীভাবে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য এবং সে সঙ্গে বুলিং ও র‍্যাগিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই বের করতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃপক্ষ Role Play মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন ।

৫.১০ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাউন্সিলিং এর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে । তাদেরকে 'কাউন্সিলর' হিসেবে অভিহিত করা হবে ।

৫.১১ বুলিং ও র‍্যাগিং নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন ।

৫.১২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বুলিং ও র‍্যাগিং বিষয়ে পরিবীক্ষণ করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন ।

৬ । গৃহীত ব্যবস্থাঃ

৬.১ বুলিং ও র‍্যাগিং এ কোনো শিক্ষক, অশিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্ত-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন/বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

৬.২ বুলিং ও র‍্যাগিং এ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ/ গভর্নিং বডি/ ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি/ বিশেষ কমিটির কোনো সভাপতি/সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিধি, আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে । প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

৭ । বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিস্পত্তির পদ্ধতিঃ

৭.১ অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট আবেদন দাখিল করবেন ।

৭.২ বুলিং ও র‍্যাগিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কমিটি গঠন করে তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৪.০ এর অধীন গঠিত কমিটিও তাদের নিকট উপস্থাপিত অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।

৭.৩ তদন্তকারী টিম বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট দাখিল করবেন ।

৭.৪ প্রতিষ্ঠান প্রধান তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

৯। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
০২/০৫/২৩
সোলেমান খান
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নম্বরঃ ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৪৪.০০৭.২২.১০৩

তারিখঃ ১৯ বৈশাখ ১৪৩০
০২ মে ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব/ সচিব, ---(সকল)মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. ভাইস চ্যান্সেলর (সকল), --।
৬. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
--।
১১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
--।
২৩. জেলা প্রশাসক (সকল)।
২৪. উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)---।
২৭. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল), ---।
২৯. অধ্যক্ষ,--।
৩০. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল), --।
৩১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. জেলা শিক্ষা অফিসার, (সকল)---।
৩৩. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল)--।
৩৪. প্রধান শিক্ষক---।

স্বা/- ০২/৫/২০২৩
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫০৩৪১
nongovt.secondary.sec1@gov.bd